গালাতীয়ার ইমানদারদের কাছে হযরত পৌল রা. চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ৬

(১)ভাই ও বোনেরা, কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজে ধরা পড়ে, তাহলে তোমরা যারা আল্লাহর রুহকে পেয়েছো, তোমাদের উচিত নম্রতার রুহে তাকে পুনরুদ্ধার করা। তবে তোমরা নিজেদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো, যাতে প্রলোভনে না-পড়ো।

(২)তোমরা একে অন্যের ভার বহন করো; এভাবেই তোমরা মসীহের আইন-কানুন পূর্ণ করবে।

(৩)যারা কিছুই নয় তারা যদি নিজেদেরকে বিশেষ কিছু মনে করে, তাহলে তো তারা নিজেরাই নিজেদের সংগে প্রতারণা করে।

(৪)প্রত্যেকে তার নিজের কাজকে পরীক্ষা করে দেখুক; তাহলে প্রতিবেশীর কাজের পরিবর্তে নিজের কাজ তাদের গর্ব করা কারণ হয়ে উঠবে।

(৫)কারণ প্রত্যেককে অবশ্যই তার নিজের বোঝা বহন করতে হবে।

(৬)যাদেরকে আল্লাহর কালাম শিক্ষা দেওয়া হয়, তার অবশ্যই তাদের শিক্ষককে তাদের সমস্ত ভালো জিনিসের ভাগ দেবে।

(৭)প্রতারিত হয়ো না; আল্লাহকে উপহাস করা যায় না; কারণ তুমি যা বুনবে তাই কাটবে।

(৮)যদি তুমি তোমার দৈহিক অভিলাষের জন্য বীজ বুনো, তাহলে তুমি অভিলাষ থেকে দুর্নীতি কাটবে; কিন্তু যদি তুমি রুহের জন্য বীজ বুনো, তাহলে রুহ থেকে অনন্ত জীবন পাবে।

(৯)তাই এসো, আমরা যা ঠিক তা করতে করতে যেনো ক্লান্ত না হই, কারণ আমরা হাল ছেড়ে না দিলে ফসল কাটার সময় হলে, কাটবো।

(১০)তাই এসো, সুযোগ পেলেই আমরা সকলের ভালোর জন্য কাজ করি, বিশেষ করে ইমানদারদের পরিবারের ভালোর জন্য কাজ করি।

(১১)দেখো, যখন আমি নিজের হাতে লিখি তখন কত বড় বড় অক্ষরে লিখি!

[১২]যারা শরীরে নিজেদের ভালো দেখাতে চায় তারাই তোমাদেরকে খতনা করাতে বাধ্য করার চেষ্টা করছে- এর একমাত্র কারণ হলো- যেন মসীহের সলিবের জন্য তাদেরকে নির্যাতিত হতে না-হয়।

[১৩]যারা খতনাপ্রাপ্ত, তারা নিজেরাই তো শরিয়ত পালন করে না; কিন্তু তারা তোমাদেরকে খতনা করাতে চায়, যাতে তারা তোমাদের শরীর নিয়ে গর্ব করতে পারে।

[১৪]হযরত ইসা মসীহের সলিব ছাড়া আমি যেন আর কোনোকিছু নিয়ে কখনো গর্ব না-করি। এই সলিবের জন্যই দুনিয়া আমার কাছে এবং আমি দুনিয়ার কাছে মৃত।

[১৫]কেননা, খতনা করা বা না-করা কোনো বিষয়ই নয়, বরং নতুনভাবে সৃষ্টি হওয়াটাই আসল কথা!

[১৬]যারা এই নিয়ম মেনে চলবে-তাদের ওপর শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক এবং বর্ষিত হোক আল্লাহর ইস্রায়েলীয়দের ওপরে।

[১৭]এখন থেকে কেউ আমাকে কষ্ট না-দিক; কারণ হযরত ইসা আ.-এর স্থায়ী চিহ্ন আমি আমার শরীরে বয়ে বেড়াচ্ছি।

[১৮]ভাই ও বোনেরা, হযরত ইসা মসিহের অনুগ্রহ তোমাদের অন্তরে থাকুক। আমিন।